চিরকৃতী আমাদের বর্ণমালা

খন্দকার জাহিদ হাসান

'প্রিয়া-প্রিয়া' শোর তুলে চখারা যখন উড়ে গেল,
লোকালয়ের পথ-চাওয়া প্রেয়সীরা
স্খলছিল তখন অন্তরে।
কুয়াশার্দ্র যুগল ডানাতে ভর দিয়ে
চখারা শুধু ভেসেই চলে ভেসেই চলে
কেবলি হারায় তারা দিক্‌চক্রবালে হায়!
নীচে সবুজ বনানীঃ আমাদের বনচারী হারায় না
নীচে মাছেদের গাঙ
আর গাঙ্গেদের নাওঃ
আমাদের জেলে-মাঝির পুতেরা
তবুও তো বড় হয় বড় কষ্টে
নীচে দয়াবতী মাটিঃ আমাদের কৃষাণ দেশ চালায়-
এরা হারায়নি কখনো
আর হারায় না কখনো।

বর্গী এলে বনভূমি মৌমাছি লেলিয়ে দেয়
খল্‌সে মাছের রঙিন শরীর
ঝল্‌সে দিলো কতো শয়তানের চোখ!
ওদের প্রতিটি গুলীর অব্যর্থ জবাব দিয়েছে
'স্বরে অ'-র নিজ হাতে গড়া এক দুর্ধর্ষ বাহিনী,
-নাম যার 'বাংলা বর্ণমালা'।

অবশেষে চখারা ফিরে আসে ঝিলের স্নিগ্ধ বুকেতে-
রাতের আকাশে হেসে হেসে পথ দেখায় তাদের
পোড়-খাওয়া আমাদের-ই চাঁদ-তারা
খেটে-খাওয়া আমাদের-ই 'চন্দ্র-বিন্দু'।